সময়ের আলো

তারিখ ·21· DEC··2015··
পৃষ্ঠা ···৮··· কলাম····৬

বিদ্যা শিক্ষা চাই, প্রশিক্ষ

শিক্ষা | ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা

প্রচলিত আপ্তবাক্য– শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর এবং এ সুবাদে শিক্ষা মানুষ গড়ার যন্ত্র অবশ্য শিক্ষাযন্ত্রটিকে অবশ্যই যান্ত্রিকতাহীন মানুষলগ্ন প্রক্রিয়া হতে হবে কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা-পদ্ধতি তো যান্ত্রিকতামুক্ত নয় এমন বাস্তবতার প্রতিধ্বনি করেন রবীন্দ্রনাথ তিনি বলেন, 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দেবার কল মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ ... ছাত্ররা দুই পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়' (শিক্ষা সমস্যা) স্কুল যেমন কল, তেমন কল মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ও; আর এমন কল রবীন্দ্রনাথের সময় ছিল, এখনও আছে ও হয়তো থাকবে এ কারণে শিক্ষা সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রসারিত হলেও মানুষ গড়ার মহান লক্ষ্যটি অধরাই থেকে যাচ্ছে গলদ শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতায়. অবশ্য যোগ্য শিক্ষক যে নেই তা নয়, তারা আছেন; তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল. উপরন্তু সামগ্রিক ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তারা অপাঙ্‌ক্তেয় কারণ আমাদের সমাজের সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও গ্রেশামের তত্ত্ব কার্যকর: মন্দ টাকা ভালো টাকাকে সঞ্চালনের বাইরে ঠেলে দেয় (Bad money drives good money out of circulation). ফল এই যে, সুশিক্ষা আমাদের হয়ে উঠছে না; আমরা যা অর্জন করছি তা প্রশ্নবিদ্ধ বিদ্যা, শিক্ষা নয় বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র নির্দেশনায় বিদ্যা ও শিক্ষা ভিন্নতর : 'বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন বিদ্যা আহরণের, শিক্ষা আচরণের' আচরণগতভাবে তথাকথিত শিক্ষিতের মানুষ না হওয়া আমাদের শিক্ষার প্রধান গলদ

তাহলে শিক্ষা কেমন মানুষ গড়ে? প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে 'শিক্ষা' শব্দটির গোড়ায় যেতে হবে। আভিধানিক অর্থে শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জন বা বিদ্যালাভ, কিন্তু গভীরতর অর্থ হলো, বিবেক-বুদ্ধির জাগরণ. সুতরাং বিদ্যা যোগ মনুষ্যত্বের জাগরণ, তবেই কিনা বলে শিক্ষা শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ education, যার লাতিন মূল educere. লাতিন শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করে অর্থ করা হয় এভাবে : e মানে out; ducere মানে to lead. নিহিতার্থ হলো, মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ করে শিক্ষা. স্বামী বিবেকানন্দও অভিন্ন অর্থে শিক্ষাকে বুঝেছিলেন এমন শিক্ষা যেমন মানুষ তৈরি করে তার লাগসই বর্ণনা আছে শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের একটি সংলাপে : 'What a piece of work is a man! How noble in reason! how infinite in faculty! in form, in moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! The beauty of the world!' অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষ বিশ্বের সৌন্দর্য. সব ধর্মেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে তবে এই যে শ্রেষ্ঠত্ব তা অর্জন করতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক বা স্বশিক্ষার মাধ্যমে যেমন প্রায় স্বশিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ তার স্কটল্যান্ডের বন্ধু প্যাট্রিক গেডেসের কাছে বলেছিলেন শিক্ষিত মানুষের কথা এভাবে, 'I do not have faith in any new institution, but in the people who think properly, feel nobly, and act rightly.' যথার্থ চিন্তা, মহান অনুভব এবং সঠিক কর্ম শিক্ষিত মানুষের গুণাবলি এমন গুণসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ অপ্রতুল কথা তো ছিল সব শিক্ষিতেরই এমন হওয়ার; কিন্তু কেন তা হয়নি তার দিকনির্দেশক ব্যাখ্যাও আছে রবীন্দ্র-উক্তিতে ১৮৭৭-এ মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি এবং ইতিহাসের সাল ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই' স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথই নির্দেশ করেছেন যে, 'চিন্তা-শক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি' (শিক্ষার হেরফের)

সুতরাং স্বীকৃত সত্য যে, শিক্ষা মানুষ ও সমাজলগ্ন ইংরেজ শিক্ষাবিদ-রাজনীতিক এডওয়ার্ড শর্টের বিবেচনায়- 'Education is about the way in which human beings live their lives. Its function is to improve the quality of life... It [education] is concerned with the individual and with society.' (Edward Short, Education in Changing World, London, 1971, pp. 1-2.) ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিত না করতে পারলে শিক্ষা-প্রয়াস অর্থহীন আমাদের শিক্ষার জীবন ও সমাজ বিচ্ছিন্নতার সমস্যা আজকের নয়, অতীতেও ছিল এ কারণে রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হয়েছিল, 'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে' (শিক্ষার হেরফের) কেন এই সামঞ্জস্য সাধন? কারণটি রবীন্দ্রনাথই ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে' (শিক্ষার হেরফের)

শিক্ষাকে সমাজলগ্ন করতে হলে শুধু যে পাঠক্রম বিশেষভাবে প্রণীত হতে হবে তা নয়; তার সঙ্গে সংযোগ হতে হবে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির সমাজমনস্কতা সুশিক্ষক না হলে সুশিক্ষা অসম্ভব আর সুশিক্ষক মানে শুধু মেধার নয়, সমাজলগ্ন মননের কারিগর। সুশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শুধু বইয়ের কালো অক্ষর উদগিরণ করেন না, তার বাচনিক প্রবাহে জ্ঞান ও সমাজমনস্কতার মিথস্ক্রিয়া ঘটে ফলে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞানে ঋদ্ধ হয় না, জীবন ও সমাজলগ্ন চেতনায়ও সমৃদ্ধ হয় এমন শিক্ষার্থী এবং তার শিক্ষক সমাজ বদলের দিশারি হতে পারে

জ্ঞানচর্চার প্রধান উপকরণ বই হলেও তা হওয়া অনুচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এটা সত্য যুগান্তরের জ্ঞান ধারণ করে বই কিন্তু চলমান বিরাজমান সমাজকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলে বইভিত্তিক শিক্ষা কর্মসংস্থানের করলেও জীবন ও সমাজকে করে বঞ্চিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানেই সমাজলগ্ন জ্ঞান সমাজ বইভিত্তিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে উক্তি হলো, 'সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের হইয়া গেছে পাশেই যে জিনিসটা আছে সেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য গর্ব করি জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, ছুঁই' (আবরণ) কাজেই শুধু বইভিত্তিক শিক্ষা হতে পারে না; পাঠ নিতে হয় জীবনের বহুমাত্রিক পাঠশালা থেকেও অধীত বিদ্যা যোগ থাকতে হবে ... ও নিষ্ঠ জীবন প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে, যখ নির্দেশ করেন, 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে করে' (তোতায় বিশ্ববিদ্যালয়) মানুষের মুক্তি যাবতীয় সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন মুক্তি সংকীর্ণ ও কূপমণ্ডূক মানুষ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষিত পদবাচ্য নয় ধরা যাক একজন গোর্কির কথা তিনি যে স্বশিক্ষিত হলেও সু ছিলেন তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ বক্তব্য দেওয় নইলে তিনি কালজয়ী কথাসাহিত্যের জনক হ করে তার একটি বইয়ের শিরোনাম

আমাদের শিক্ষা কি মানুষের মুক্তির পথনির্দেশক হতে পেরেছে? আমা শিক্ষা কি জীবন ও সমাজলগ্ন? প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি নেতিবাচক হলেও সংশয়মূলক তো বটে। শিক্ষা এখন শুধু কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিমিত্ত মাত্র; তা-ও আবার সীমিত অর্থে. কারণ আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উদ্বিগ্ন করে এখন কর্মসংস্থানের জন্য মেধা ও যোগ্য নয়, বিবেচ্য রাজনৈতিক সংশ্লেষ ও অর্থবিত্তভিত্তিক সামাজিক প্রতিপ

চ

■ সিলেট ব্যুরো

কল্পনা চাষা কাজ করেন সিলেট সা উপজেলার বুরজান চা বাগানে দীর্ঘদিনের শ্রমিক জীবনে অনেক সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েতে গেছে তিনি কিন্তু আগের চেয়ে এখন পঞ্চায়েতকে তার কাছে অনেক বে কার্যকর মনে হয়, কল্পনা বলে পঞ্চায়েত ছাড়া অভাব-অভিযো জানানোর জায়গা তো আর নে পঞ্চায়েতই আমাদের ভরসা

সিলেট সদরের মালনীছড়া বাগানের পঞ্চায়েত কমি সভাপতি জিতেন সবর জান পঞ্চায়েত কমিটি আসলে শ্রমিক সংগঠন এটি কাজ করে মূ শ্রমিকদের কল্যাণে. আর চা বাগ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রতিটি বাগানেই রয়েছে একটি ব পঞ্চায়েত তিনি বলেন, 'বাগ কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চায়েত কমিটি এ অপরের সহযোগী বাগানে কো সমস্যা হলে সবার আগে এগিয়ে পঞ্চায়েত স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া থে শুরু করে বিয়ে, মৃত্যু– পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের হ সহযোগিতার হাত বা পঞ্চায়েত'

ওয়াটারএইড বাংলাদে আর্থিক ও কারিগরি সহায়

স্বাধীন দেশে ভারতে কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হবে না

——— চরমোনাইর

■ পটুয়াখালী প্রতিনিধি

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদে সিনিয়র নায়েবে আমির চরমোনাইর পীর মুফতি মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এ মুসলমানদের হয়রানি ও নির্যাত শিকার হতে হয় কেন, ভার খুশি করতে মুসলমানদের এ হয়রানি করা হচ্ছে? এই স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্ব কোনোদিন নেওয়া হবে না বৃষ্টি পড়বে দি আর ছাতা ধরবেন বাংলাদেশে, হতে দেওয়া হবে না এ একদিন ইসলামী শাসনতন্ত্র ক হবেই সন্ত্রাস ও দুর্নী মূলোৎপাটন, ইসলামের বি কটূক্তিকারীদের শাস্তির বিধান সংসদে আইন পাস এবং ইস শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে রো শহীদ আলাউদ্দিন শিশুপার্কে বিশাল জনসভায় প্রধান অতি বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন

তিনি বলেন, নো আওয়ামী নো বিএনপি কারণ, দল ভিন্ন থা পারে; কিন্তু দু'জনেরই আদর্শ দু'জনই চোর একই দিন পৃথক জনসভা করেছিল আওয়ামী লী বিএনপি আওয়ামী লীগের জন খালেদা জিয়ার উদ্দেশে শেখ হা বললেন, 'চোরের মা'র বড় অন্যদিকে বিএনপির জন খালেদা জিয়া বলেছিলেন বিশ্বচোর' আসলে তারা দু'জনই বলেছিলেন, 'ওরা সবাই চোর'

সরকারকে উদ্দেশ চরমোনাইর পীরে বলেন, আ ক্ষমতায় এসে জনগণের অধি হরণ করছেন জেল-জুলুম-নি